أحكام الحج والعمرة - بنغالي

হজ্জের বিধান

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

54

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦ . فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

হজ্জ ও উমরার বিধান

أحكام الحج والعمرة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام الحج والعمرة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
الطبعة الخامسة: ١٤٤٢/١١ هـ.

ح **شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧هـ**
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي
أحكام الحج والعمرة - الزلفي
٥٢ ص؛ ٨ × ١٢ سم
ردمك: X – ٥–٥٢- ٨١٣–٩٩٦٠
(الكتاب باللغة البنغالية)
١- الحج ٢- العمرة
٣- زيارة المسجد النبوي أ. العنوان
ديوي ٢٥٢,٥ ١٧/٤٣٠٧

رقم الإيداع: ١٧/٤٣٠٧
ردمك: X – ٥–٥٢- ٨١٣–٩٩٦٠

হজ্জের বিধান

হজ্জের বিধান ও তার ফযীলত

হজ্জ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবারই ওয়াজিব হয় এবং তা হল, ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের পঞ্চম ভিত্তি. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران:٩٧]

অর্থাৎ, "লোকদের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছবার সামর্থ্য আছে, সে যেন হজ্জ সম্পন্ন করে". (আলি-ইমরান ৯৭) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পর্যন্ত

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) متفق عليه٨-١٦

অর্থাৎ, "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত. যথা, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ করা ও রমযান মাসের রোযা রাখা". (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) হজ্জ হলো এমন উত্তম ও বৈশিষ্ট্য- পূর্ণ কাজ, যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়. যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

((مَنْ حَجَّ هَذاَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ

كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) متفق عليه: ١٨١٩–١٣٥٠

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করলো এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলো, সে ব্যক্তি হজ্জ থেকে এমন অবস্থায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নব জাত শিশুরূপে প্রসব করছে". (বুখারী ১৮১৯- মুসলিম ১৩৫০)

হজ্জের শর্তাবলী

জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) মুস- লিমের উপর হজ্জ ওয়াজিব, যদি সে সামর্থ্যবান হয়. সাওয়ারী ও খরচ-খরচার শক্তি থাকলেই সামর্থ্যের প্রমাণ হয়. তাই যদি কেউ সাওয়ারী, যাতায়াত, এবং খাওয়া-

পরা ইত্যাদি সহ সমূহ প্রয়োজনীয় জিনিসের মালিক হয়, তাহলে সে সামর্থ্যবান বলে গণ্য হবে. আর এই খরচ তাদের সাংসারিক খরচ থেকে উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত হতে হবে, যাদের উপর খরচ করা তার জন্য অত্যাবশ্যক. রাস্তার নিরাপত্তা ও শারীরিক সুস্থতাও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত. তাই এমন কোন ব্যাধিগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্থ যেন না হয়, যা তার হজ্জ আদায়ে অন্তরায় সৃষ্টি করবে. মহিলাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী সহ মাহরাম সাথে থাকার শর্তও যুক্ত হবে. অর্থাৎ, হজ্জ যাত্রায় তার সাথে থাকতে হবে তার স্বামীকে অথবা এমন কোন ব্যক্তিকে যার সাথে তার বিয়ে চিরতরে হারাম. আর সে যেন কোন ইদ্দত পালন-কারিণী মহিলাও না হয়, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বাড়ী থেকে বের হতে

নিষেধ করেছেন. এই সমূহ অন্তরায়ের কোন একটিও যদি কারো ক্ষেত্রে দেখা দেয়, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না.

হজ্জের আদবসমূহ

১. হজ্জ ও উমরাহকারীকে সফরের পূর্বেই হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানার্জন করে নেয়া দরকার. তা সে পড়ে হোক অথবা জিজ্ঞাসাবাদ করে হোক.

২. এমন সৎ সাথীর সাথে যেতে আগ্রহী হওয়া, যে ভাল কাজে তার সহযোগিতা করবে. আর সে যদি কোন আলেম বা তালেবে ইলম হয়, তাহলে অতি উত্তম.

৩. হজ্জে তার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ.

৪. অনর্থক বাক্যালাপ থেকে জিহবাকে সতর্ক রাখা.

৫. দুআ ও যিক্‌র বেশী বেশী করা.

৬. লোকজনকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা.

৭. মহিলাদের পর্দা-পুশিদা বজায় রাখা এবং পুরুষদের ভীড় থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা.

৮. হাজীদের এই ধারণা পোষণ করা যে, তারা একটি মহান ইবাদত সম্পাদনের জন্য বের হয়েছে. এই নয় যে, তারা কোন সাধারণ ভ্রমণে বের হয়েছে. কারণ, অনেক হাজী (আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন) এই ধারণা পোষণ করে যে, হজ্জ ভ্রমণের একটি সুযোগ মাত্র, তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছবি ও চিত্র এই সফরে তুলে.

ইহরাম

হজ্জ ও উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নামই হলো ইহরাম. আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজিব, যে হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের ইরাদা করবে. মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগ-মনকারীকে আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত মিকাতসমূহের কোন একটি মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে. আর তা হলোঃ

১. মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা' এটা মদী-নার সন্নিকটে একটি ছোট গ্রাম যাকে বর্তমানে 'আব- য়ারে আলী' বলা হয়.

২. শামবাসীদের জন্য 'আল-জোহফা' এটি রাবেগের নিকটে একটি গ্রাম. মানুষ বর্তমানে রাবেগ থেকেই ইহরাম বাঁধে.

৩. নাজদবাসীদের জন্য ‘কারনুল মানাযিল’ (আস্‌সায়লুল কাবীর) এটি তায়েফের সন্নিকটে একটি স্থান.

৪. ইয়ামানবাসী ও (ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগমনকারী সকল হাজীদের) জন্য ‘ইয়ালামলাম’. মক্কা থেকে ৭০ কিমিঃ দূরে অবস্থিত একটি স্থান.

৫. ইরাকবাসীদের জন্য ‘যাতে ইরক’.

নবী করীম ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত এই মিকাত-সমূহ উপরোল্লিখিত তাদের জন্য এবং হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমনকারী সকলের জন্য. মক্কাবাসী ও আহলে হিল (মিকাত ও হারাম সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী) নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে.

ইহরামের সুন্নাত

১. নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, মোচ কাটা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা এবং গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা. তবে সুগন্ধি শরীরে ব্যবহার করবে. কাপড়ে নয়.

২. সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা. মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে. তবে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ খোলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে. হাতমোজা ও (চেহা- রার সাথে মিলিত কোন) মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করবে না.

৩. যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায়

করা, অন্যথায় দু'রাকআত (ওযুর সুন্নাতের নিয়ত করে) নামায আদায় করা. অতঃপর নিয়ত করা.

হজ্জ তিন প্রকারের

১. হজ্জে তামাত্তো. এর নিয়ম হলো, মিকাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে. অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হলে মক্কা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে. মিকাতে এই বলে নিয়ত করবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُّتَمَتِّعاً بِّهَا إِلَى الحَجِّ))

(লাব্বায়িক উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি). সর্বোত্তম হজ্জ হলো, হজ্জে তামাত্তো. বিশেষতঃ যখন হাজী হজ্জ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মক্কা পৌছবে. তাই সর্ব প্রথম উমরাহ আদায় করবে. অতঃপর

মক্কা থেকেই ‘লাব্বায়িক হাজ্জান’ বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে. আর এই হজ্জে হাজীকে হাদী (কোরবানীর পশু) অবশ্যই লাগবে. একটি ছাগল এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে. আর একটি উট ও গরু সাত ব্যক্তির তরফ থেকে যথেষ্ট হবে.

২. হজ্জে কেরান, অর্থাৎ মিকাত থেকে (লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান) বলে হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধেবে কোরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থাকবে. এই হজ্জ সাধারণতঃ এমন লোককে করতে হয়, যে হজ্জের পূর্বে এতটা সময় পায় না যে, সে উমরা আদায় ক’রে হালাল হয়ে আবার হজ্জের ইহরাম বাঁধবে অথবা যে কোরবানীর পশু তাথে করে নিয়ে আসে. এই জাতীয় হজ্জেও হাদী লাগবে.

৩. হজ্জে ইফরাদ, অর্থাৎ, শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা. মিকাত থেকে (লাব্বায়কা হাজ্জান)

বলে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধবে. এই জাতীয় হজ্জে হাদী লাগবে না.

যদি হজ্জকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে পারবে, যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয়. আর মিকাতে করণীয় যাবতীয় কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই কিংবা জাহাজে উঠে করবে. যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং জাহাজে উঠার পূর্বেই বা জাহাজে উঠে ইহরামের কাপড় পরিধান করা. অতঃপর মিকাত আসার পূর্বেই অথবা মিকাতের ঠিক সোজাসোজি পৌঁছে নিয়ত করবে.

নিয়তের পদ্ধতি

১. যদি হজ্জে তামাত্তোর ইচ্ছা করে, তাহলে বলবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُّتَمَتِّعاً بِهاَ إِلىَ الحَجِّ))

(লাব্বায়কা উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি)

২. যদি হজ্জে কেরানের ইচ্ছা করে, তাহলে বলবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّ حَجًّا))

(লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান)

৩. আর যদি হজ্জে ইফরাদের ইচ্ছা করে তাহলে বলবে, (লাব্বায়কা হাজ্জান). নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকা সুন্নত. আর তালবীয়াহ হলো,

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

(লাব্বায়কাল্লা-হুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা অন্নি' মাতা লাকা অল মুলকা লা-শারীকা লাক.) অর্থাৎ, আমি হাজির হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই. তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি. সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নিয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার. তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন শরীক নেই.

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধবস্তুসমূহ

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের উপর এমন কিছু জিনিস হারাম হয়ে যায়, যা ইহরাম

বাঁধার পূর্বে তার জন্য হালাল ছিল. কারণ, সে একটি মহান ইবাদত সম্পাদন করতে চলেছে. তাই নিম্নে বর্ণিত বস্তুসমূহ তার উপর হারাম.

১. মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল নষ্ট করা. তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোন দোষ নেই.

২. নখ কাটা. তবে আপনা আপনি কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে, তাতে কোন দোষ নেই.

৩. সুগন্ধি ও সুবাসযুক্ত সাবান ব্যবহার করা.

৪. স্ত্রী সঙ্গম ও তাতে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস. যেমন, বিবাহ করা, নারীদের প্রতি যৌন কামনার সাথে দেখা, মহিলার শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ ও চুম্বন করা ইত্যাদি.

৫. হাত মোজা ব্যবহার করা.

৬. শিকার করা.

উপরোক্ত জিনিসগুলো পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই উপরে হারাম. কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপরে হারাম. যেমন,

(ক) সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা. তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে. যেমন, বেল্ট, ঘড়ি এবং চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করা.

(খ) কোন এমন জিনিস দিয়ে মাথা ঢাকা, যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে. তবে মাথার সাথে লেগে থাকে না এমন জিনিস দ্বারা ছায়া গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই. যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাঁবুর ছায়া ইত্যাদি.

(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা. তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারবে.

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের কোন একটি যদি কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তার তিনটি কারণ হতে পারে. যেমন,

১. হয় সে জেনে-শুনে বিনা কোন কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার বিবেচিত হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে.

২. কিংবা সে কোন প্রয়োজনে তা করবে, এমতাব- স্থায় সে গুনাহগার হবে না. তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে.

৩. কিংবা সে মূর্খতার কারণে অথবা ভুলে বা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে; আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে.

তাওয়াফ

মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নত অনুযায়ী ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এই দুআ পাঠ ক'রে প্রবেশ করবে,

((بِسْـمِ اللهِ وَالصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ عَـلَى رَسُـولِ اللهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

'বিসমিল্লাহি অস্‌সালাতু অস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি. আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা" অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি. তাঁর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক. হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ-সমূহকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও.

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দুআ পড়তে হয়. অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে. আর তাওয়াফ হলো, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের সাত চক্কর প্রদক্ষিণ করা. আর তাওয়াফ কা'বাকে বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে. ওযু অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব. তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১. 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে. আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দেবে. হাজরে আসওয়া- দকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে. তবে স্পর্শ করা ও চুমা দেওয়া

কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ করে 'আল্লাহু আকবার" বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে. তবে হাতে চুমা দেবে না. অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দুআ ও কুরআন তেলাওয়াত ইচ্ছামত করতে থাকবে. হজ্জকারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও অন্য যারই জন্য চাইবে, দুআ করতে পারবে. তাওয়া- ফের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই.

২. রুকনে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে. তবে হাতে চুমা দেবে না. যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে

তাকবীরও পড়বে না. রুকনে ইয়ামানীর ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢٠١)

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অ ক্বিনা আযাবান্নার) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দিও. আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো.

৩. হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দ্বারা তাকে স্পর্শ করবে.

কিন্তু সম্ভব না হলে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে. এই ভাবে সাতটি তাওয়াফের মধ্যে একটি তাওয়াফ সুসম্পন্ন হবে.

৪. প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়াফ-গুলিও সুসম্পন্ন করবে. প্রথম তাওয়াফে কৃত যাবতীয় করণীয় অবশিষ্ট সমস্ত তাওয়াফেও করবে. যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে, তখনই তাকবীর পড়বে. সপ্তম তাওয়াফের শেষেও তকবীর পড়বে. প্রথম তাওয়াফের তিনটি চক্করে রামল করবে. অবশিষ্ট চারটি চক্করে হাঁটবে. আর রামল হলো, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা. পুরা সাত চক্করের এই প্রথম তাওয়াফে ইযতিবা করাও সুন্নাত. আর ইযতিবা হলো, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের

নীচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা. হজ্জ ও উমরাহকারী সর্ব প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফেই শুধু রাম্‌ল ও ইযতিবা হবে.

তাওয়াফের পর

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাক-আত নামায আদায় করা সুন্নাত. মাকামে ইবরাহীম তার ও কা'বার মধ্যস্থলে থাকবে. নামায আরম্ভ করার পূর্বে চাদর ঠিক ক'রে উভয় কাঁধ ঢেকে নিবে. প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ 'কুলইয়া আয়্যোহাল কাফিরুন" পড়বে. আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়বে. অত্যধিক ভীড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে.

সাঈ

এরপর সাফা-মারওয়া অভিমুখে যাত্রা করবে. সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]

'ইন্নাস্‌সাফা অল মারওয়াতা মিন শাআ' য়িরিল্লাহ ফামান হাজ্জাল বায়তা আ বি'তামারা ফালা জুনাহা আলাহি আঁই ইত্তাওয়াফা বি হিমা অ মান তাত্বাওয়া খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলী-ম' অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দুআ করবে. যেমন এই দুআটি পড়বে,

((لاَ إِلَـه إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْـبَرُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَـلَى كُـلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ أَنْجَـزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর. লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, অ নাসারা আবদাহ, অ হাযামাল আহযাবা অহদাহ" অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি মহান. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন অংশীদার নেই. রাজত্ব

ও সকল প্রশংসা তাঁরই. তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন. আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও একক. তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দার সহযোগিতা করেছেন এবং সৈন্যদেরকে তিনিই পরাজিত করেছেন. উক্ত দুআটি তিনবার পড়বে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুআ করবে.

দুআ শেষ করে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ ক'রে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে. যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌঁছবে, তখন সাধ্যানুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়াবে. তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে. (আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য,

মহিলাদের জন্য নয়.) মারওয়ায় পৌঁছে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সাফা পাহাড়ে পঠিত সমস্ত দুআ পাঠ করবে. এইভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে. দুআর পর মারওয়া থেকে অবতরণ ক'রে সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করে কৃত সমস্ত করণীয় অন্যান্য বাকী চক্করেও করবে. সাঈ করাকালীন বেশী বেশী দুআ করা সুন্নাত. সাঈর পর তামাত্তো হজ্জকারী মাথা নেড়া করে উমরাহ সমাপ্তি ক'রে সাধারণ পোষাক পরিধান ক'রে হালাল হয়ে যেতে পারবে. অতঃপর জিল হজ্জ মাসের ৮ তারীখে যোহরের নামাযের পূর্বেই মক্কায় নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং উমরার ইহরাম বাঁধার সময় কৃত যাবতীয় করণীয় করবে. অতঃপর 'লাব্বায়কা হাজ্জান

লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অল মুলকা লা-শারীকা লাক'. বলে হজ্জের নিয়ত করবে. অতঃপর যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায কসর করে চার রাকআত নামাযগুলো দু' রাকআত করে মিনায় পড়বে.

যুল হজ্জের আট তারীখ

এই দিনে হজ্জ আদায়কারী মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা ও ফজরের নামাযগুলো কসর ক'রে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো দু' রাকআত ক'রে পড়বে.

৯তারীখ (আরাফার দিন)

আরাফার দিনে করণীয় কাজ হলো.

১. সূর্যোদয়ের পর হাজী আরাফা অভিমুখে রওনা হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে. সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে কসর করে পড়বে. নামাযের পর যিকির, দুআ ও তালবীয়াহ পড়াতে মনোনিবেশ করবে. নম্র ও মিনতি সহকারে খুব বেশী বেশী দুআ করবে. আল্লাহর নিকট নিজের ও অন্যান্য সকল মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে ও স্বীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থনা করবে. দুআর সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব. আরাফায় অবস্থান হজ্জের রুকুনসমূহের এমন একটি রুকুন যে, যদি কেউ তা ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না. আরাফায় অবস্থানের

সময় হলো, ৯ তারীখের সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে ১০ তারীখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত. যে ব্যক্তি দিন ও রাতের কোন অংশে কিছু সময়ের জন্যেও সেখানে অবস্থান করবে, তার হজ্জ পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে. তবে হাজীকে এব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে আরাফার সীমানার অভ্যন্তরেই আছে.
২. আরাফার দিন সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ধীরস্থির ও নম্রতা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে তাল- বীয়াহ পড়তে পড়তে মুজদালেফা অভিমুখে রওনা হবে.

মুজদালেফায় পৌঁছা মাত্র সর্ব প্রথম মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে কসর করে পড়বে. নামাযের পর খাবার ইত্যাদির আয়োজন করতে পারবে. তবে শীঘ্র ঘুমিয়ে যাওয়া উত্তম. যাতে ফজরের নামাযের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়.

১০ তারীখ (ঈদের দিন)

১. ফজরের সময় হলে নামায আদায় করে সেই স্থানেই বসে খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত অত্যধিক যিকির ও তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে.

২. সাতটি ছোট কাঁকর বেছে নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই তালবীয়াহ পাঠরত অবস্থায় মীনা অভিমুখে রওনা হবে.

৩. জামড়ায়ে আকাবা (বড় জামড়া) পর্যন্ত পৌঁছা অবধি তালবীয়াহ অব্যাহত রাখবে. সাতটি কাঁকর একটি একটি করে মারবে. প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় ‘আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করবে.

৪. কাঁকর মারার পর তামাত্তো ও কেরান হজ্জকারী কোরবানী করবে. কোরবানীর গোশত খাওয়া, হাদিয়া করা ও সাদকা করা সবকিছু তার জন্য মুস্তাহাব.

৫. কোরবানীর পর সম্পূর্ণ মাথা নেড়া করবে অথবা খাটো করবে. তবে নেড়া করা উত্তম. মহিলারা প্রত্যেক চুলের গোছা থেকে এক আঙ্গুল (তিন সেন্টি মিটার) পরিমাণ চুল খাটো করবে. এর পর সাধারণ পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল-নখ কাটা সহ যা কিছু তার উপর নিষিদ্ধ ছিলো সব বৈধ হয়ে যাবে. তবে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করতে পারবে না. কিন্তু গোসল করা, পরিষ্কার-পরিছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও সাধারণ পোশাক পরিধান করা তার জন্য মুস্তাহাব.

৬. অতঃপর হজ্জের তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযাহ) -এর উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে. কা'বার সাত চক্কর সমাপ্ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করে সাঈর জন্য

সাফা-মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে সাত বার সাঈ করবে, যদি সে তামাত্তো হজ্জের নিয়ত করে থাকে. কিন্তু যদি কেরান ও হজ্জে ইফরাদের নিয়ত করে এবং 'তাওয়াফে কদুম' (আগমনী তাওয়াফে)এ সাঈ করে থাকে, তাহলে তাকে এই তাওয়াফে (ইফাযার সময়) আর সাঈ করতে হবে না. কারণ, তার প্রথম তাওয়াফই হজ্জের তাওয়াফ. আর যদি প্রথম তাওয়াফের সাথে সাঈ না করে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে. সাঈর পর স্ত্রী সহ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম অবস্থায় তার উপর হারাম ছিলো.

৭. জিল হজ্জ মাসের ১১/ ও ১২ তারীখের রাতে রাতে মীনায় অবস্থান করা প্রত্যেক হাজীর উপর অপরিহার্য. (আর যে বিলম্ব করবে সে,

১৩ তারীখের রাতও মীনায় কাটাবে.) মীনাতে রাত্রিবাস বলতে, রাতের বেশীর ভাগ অংশটা সেখানে কাটানো.

উপরোক্ত পালনীয় কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করা সুন্নত ও উত্তম. যেমন, প্রথমে কাঁকর মারা. অতঃপর কোরবানী করা. অতঃপর মাথা নেড়া করা. অতঃপর তাওয়াফ করা. কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনটি আগে-পিছে হয়ে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই.

১১তারীখ

এই দিনে প্রত্যেক হাজীকে প্রত্যেক জামড়াকে কাঁকর মারতে হবে. সূর্য মধ্যাহ্ন গগন হতে পশ্চিমে গড়ে যাওয়ার পর থেকেই কাঁকর মারা আরম্ভ হবে. এর পূর্বে বৈধ হবে না. সর্ব প্রথম ছোট জামড়াতে কাঁকর মারবে.

অতঃপর মধ্যম- টাকে. অতঃপর বড়টাকে. সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে কোন সময় কাঁকর মারা যায়. কাঁকর মারার পদ্ধতি হলোঃ

১. সাথে ২১টি কাঁকর নিয়ে ছোট জামাড়ার নিকটে গিয়ে সাতটি কাঁকর মারবে. প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে এবং কাঁকর যেন হওযের মধ্যে পতিত হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে. আর কাঁকর একটি একটি করে মারতে হবে. কাঁকর মারার পর ডান দিকে একটু সরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দুআ করা সুন্নাত.

২. অতঃপর মধ্যম জামড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানেও প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করে পরপর সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে. অতঃপর

একটু বাঁ দিকে সরে গিয়ে প্রথম বারের ন্যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুআ করবে.

৩. অতঃপর জামড়ায়ে আকাবার দিকে অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে পর পর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে. তবে এখানে দাঁড়িয়ে দুআ করবে না.

১২তারীখ

১. ১১তারীখে কৃত যাবতীয় করণীয় অনুরূপ ১২ তারীখেও করবে. যদি হাজী বিলম্ব ক'রে ১৩ তারীখ পর্যন্ত থাকতে চায়, -আর এটাই উত্তম-তাহলে সে ১১ ও ১২ উভয় দিনে কৃত যাবতীয় কাজ ১৩ তারীখেও করবে.

২. ১২ তারীখে অথবা ১৩ তারীখে কাঁকর মারার পর প্রত্যেক হাজী কা'বা শরীফের তাওয়াফ (বিদায়ী তাওয়াফ)-এর উদ্দেশ্যে

রওনা হবে. কা’বা শরীফের সাত চক্কর তাওয়াফ সম্পাদন করার পর মাক্বামে ইবরা-হীমে দু’রাকআত নামায আদায় করবে. (ভীড়ের কারণে) সেখানে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে, মসজিদের যে কোন স্থানে তা আদায় করে নেবে. ঋতুবতী এবং নেফাসওয়ালী মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই. তাদেরকে এতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে.

হাজীরা পূর্বে উল্লিখিত তাওয়াফে ইফাযা (হজ্জের তাওয়াফ)কে এই দিন পর্যন্ত কিলম্ব করতেও পারে এবং বিদায়ী তাওয়াফ তাদের জন্য যথেষ্ট হবে. তাই তাওয়াফে ইফাযাকে এই দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা তাদের জন্য জায়েয. তবে বিদায়ী তাওয়াফ করার সময় নিয়ত হবে তাওয়াফে ইফাযার., বিদায়ী তাওয়াফের নয়.

৩. বিদায়ী তাওয়াফের পর হাজীগণ অন্য কোন কিছুতে ব্যস্ত না হয়ে যিক্‌র, দুআ ও উপকারী উপদেশাদি শ্রবণে সমস্ত সময়টাকে ব্যস্ত রেখে মক্কা ত্যাগ করবে. তবে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থানে কোন দোষ নেই. যেমন সঙ্গী-সাথীর অপেক্ষা করা অথবা সামানাদি বয়ে আনতে বিলম্ব হওয়া ও রাস্তার প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি.

হজ্জের রুক্‌নসমূহ

১. ইহরাম বাঁধা.

২. আরাফায় অবস্থান করা.

৩.তাওয়াফে ইফাযা (ঈদের দিনের তাওয়াফ) করা.

৪. সাফা মারওয়ার সাঈ করা.

উপরোক্ত রুক্‌নসমূহের কোন একটিও যদি কেউ ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ হবে না.

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা.

২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা. যদি দিনে অবস্থান করে.

৩. ফজর উদিত হয়ে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুজদালেফায় রাত্রিবাস করা. তবে দুর্বল ব্যক্তিগণ ও মহিলারা অর্ধেক রাতের পর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে.

৪. তাশরীকের রাতগুলোতে মীনায় অবস্থান করা.

৫. তাশরীকের দিনগুলোতে প্রত্যেক জামড়াতে কাঁকর মারা.

৬. মাথা নেড়া করা অথবা চুল খাটো করা.

৭. বিদায়ী তাওয়াফ করা.

যে ব্যক্তি ওয়াজিব সমূহের কোন কিছুকে ত্যাগ করবে, তাকে একটি ছাগল অথবা এক

সপ্তমাংশ গাই বা উট জবাই ক'রে হারাম শরীফের ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে.

মসজিদে নববীর যিয়ারত

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীর যিয়ারত করা মুস্তাহাব. কারণ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম. আর এই মসজিদের যিয়ারত যে কোন সময় করা যায়, এই যিয়ারতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই. আর মসজিদে নববীর যিয়ারত হজ্জের কোন অংশও নয়. যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিম এই মসজিদে থাকবে, তার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদ্বয়, আবূ বাকার ও উমার (রাযীআল্লাহু

আনহুমা)-এর কবর যিয়ারত করা মুস্তহাব. কবরের যিয়ারত কেবল পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়. নবীর হুজরার কোন কিছুকে স্পর্শ করা অথবা তার তাওয়াফ করা ও দুআ করাকালীন তার দিকে মুখ করা কারো জন্যে বৈধ নয়.

উমরার পদ্ধতি

উমরা প্রত্যেক মুসলিমের উপর জীবনে এক বারই ওয়াজীব হয়. যার প্রমাণ আল্লাহ তাআ'লার বাণী. তিনি বলেন,

﴿ وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦)

অর্থাৎ, "আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ

করবে”. (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৬) উমরাহ একটি উত্তম কাজ বিধায় সাধ্যানুযায়ী তা একাধিক করা মুস্তাহাব. উমরাকারীর সর্ব প্রথম কাজ হলো, ইহরাম বাঁধা.

ইহরামঃ উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নাম হলো ইহরাম. ইহরাম বাঁধার পর ঐ সমস্ত জিনিষ মুহরিম তথা হজ্জ ও উমরা-কারীর উপর হারাম হয়ে যায়, যা ইতি পূর্বে তার জন্য হালাল ছিল. কারণ, সে একটি ইবাদতের মধ্যে প্রবেশ করেছে. আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজীব হয়, যে উমরার ইরাদা করে.

মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে আল্লাহর রাসূল ﷺ কতৃক নির্ধারিত মিকাত সমূহের কোন এক মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে.

মিকাতেঃ ইহরামের পূর্বে করণীয় সুন্নাতী বিষয়াদিঃ

১. নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা. তবে সুগন্ধি শরীরে ব্যবহার করবে, কাপড়ে নয়.

২. সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা. মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে. তবে পর পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ খোলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে. হাত মোজা ও মুখা-চ্ছাদন ব্যবহার করবে না.

৩. যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা. অন্যথায় ওযুর সুন্নতের নিয়ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করা. অতঃপর

উমরার নিয়ত করা. নিয়তের পদ্ধতি হলো, মুখে বলবে, (اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً) 'আল্লাহুম্মা লাব্বা-য়িক উমরা তান'.

যদি উমরাকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নেবে, যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয় এবং মিকাতে করণীয় যাবতীয় কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই, অথবা জাহাজে উঠে করবে. যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা ইত্যাদি. অতপরঃ মিকাতে পৌঁছার আগেই অথবা সেখানে পৌঁছে নিয়ত করবে.

নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকবে.আর তালবীয়াহ

হলো, (লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নালহামদা অন্নি’মাতা লাকা অলমুলূক লা-শরীকা লাক)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

১. মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল নষ্ট করা. তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোন দোষ নেই.

২. নখ কাটা. তবে আপনা আপনিই কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে তাতে দোষ নেই.

৩.শিকার করা.

উপরোক্ত জিনিসগুলো পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর হারাম. কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপর হারাম যেমন,

(ক) সিলাইযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা. তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে. যেমন, বেল্ট, ঘড়ী এবং চশমা.

(খ) কোন এমন জিনিস দিয়ে মাথা ঢাকা যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে. এ ছাড়া যা মাথার সাথে লেগে থাকেনা যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাবুর ছায়া ইত্যাদি গ্রহণ করতে দোষ নেই.

(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা, তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারে.

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে, তার তিনটি কারণ হতে পারে. যেমন,

১. হয় সে জেনে-শুনে বিনা কোন কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার বিবেচিত হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে.

২. কিংবা সে কোন কারণে করবে, এমতা-বস্থায় সে গুনাহগার হবে না. তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে.
৩. কিংবা সে মুর্খতার কারণে অথবা ভুলে বা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে.

ইহরামের পর উমরাকারী মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে. মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নাত অনুযায়ী ডান পা আগে বাড়িয়ে "বিসমিল্লাহি অস্‌সালাতু অস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা" দুআটি পাঠ ক'রে প্রবেশ করবে. অর্থঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি. আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ ও সলাম বর্ষণ হোক. হে আল্লাহ!

তুমি আমার গুনাহসমূহকে মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও.

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দুআ পড়তে হয়. আতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুকে অগ্রসর হবে.

তাওয়াফঃ

তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে. তাওয়াফের সময় কা'বা থাকবে বাঁম দিকে. ওযু করে তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব. তাওয়াফের নিয়ম হলোঃ-

১. 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে. আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দেবে. হাজরে

আস ওয়াদকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ ক'রে হাতে চুমা দেবে. হাজরে আস ওয়াদকে চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ ক'রে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে. তবে হাতে চুমা দেবে না. অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দুআ ও কুরআন তেলা- ওয়াত ইচ্ছামত করতে থাকবে. উমরাকারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও যার জন্য সে চাইবে, দুআ করতে পারবে. তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট দুআ' নেই.

২. রুক্‌নে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে তাকে স্পর্শ করবে. তবে হাতে চুমা দেবে না.

যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়াবে না. হাজরে আসওয়াদ ও রুক্‌নে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে “রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা- তাউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাহ অ ক্বিনা আযাবান্নার”. অথাৎ, হে আমাদের প্রতি-পালক! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও. আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো.

৩. হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু সম্ভব না হলে, ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে.

এই ভাবে সাতটি তাও- য়াফের মধ্যে একটি তাওয়াফ সুসম্পন্ন হবে.

৪. প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়া- ফগুলিও সুসম্পন্ন করবে. প্রথম তাওয়াফে যাবতীয় করণীয় বাকী সমস্ত তাওয়াফে অনুরূপ করবে. যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে তাকবীর পড়বে.

তাওয়াফের পরঃ

তাওয়াফের পর সুন্নত হলো, মাকামে ইবরা- হীমে দু'রাকআত নামায আদায় করা. মাকামে ইব- রাহীম তার ও কা'বার মধ্যস্থলে থাকবে. প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ কুল ইয়া আয়্যো হাল কাফেরুন পড়বে. আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'ফাতিহা' সহ 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে. অত্যাধিক ভিড়ের

কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে. তাওয়াফ ও নামাযের পর খুব বেশী বেশী যমযমের পানি পান করাও সুন্নাত সম্মত.

সাঈঃ

যমযমের পানি পান করে সাফা-মারওয়া অভিমুখে যাত্রা করবে. সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে, ‘ইন্নাস্‌সাফা অল মারওয়াতা মিন শাআ’ য়িরিল্লা-হ’ অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ ক’রে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দুআ করবে. যেমন এই দুআটি করা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু অহাদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলক্‌ অলাহুল

হামদ্ য়ুহয়ী অ য়ুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহাদাহু আনজাযা ওয়াদাহু অ নাসারা আবদাহু অ হাযামাল আহযাবা অহাদাহু' (অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই. তিনি মহান. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই. তিনি এক ও একক তাঁর কোন অংশীদার নেই. রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই. তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমাতাশীল. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই. তিনি এক ও একক. তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দার সহযোগিতা করেছেন এবং সৈন্যদেরকে তিনিই পরাজিত করেছেন.) উক্ত দুআটি তিনবার পড়বে এবং অনেকক্ষন ধরে দুআ করবে. দুআ শেষ ক'রে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ ক'রে মারওয়া পাহাড়ের দিকে

অগ্রসর হবে. যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌঁছবে, তখন সাধ্যানুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়বে. তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে. আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য মহিলাদের জন্য নয়. মারওয়ায় পৌঁছে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে ঐ সমস্ত দুআ পাঠ করবে যা সাফা পাহাড়ে করেছে. এই ভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে. দরআর পর মারওয়া থেকে অবতরণ ক'রে সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করের যাবতীয় করণীয় অন্যান্য সমস্ত চক্করেও করবে. সাঈ করাকালীন বেশী বেশী দুআ করা সুন্নত. সাঈ শেষ হয়ে গেলে উমরাকারী চুল নেড়া করে অথবা খাট করে হালাল হতে পারবে. তবে চুল নেড়া করা উত্তম.

উমরার আরকানঃ

১. ইহরাম বাঁধা.
২. কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা.
৩. সাফা-মারওয়ার সাঈ করা.

যদি কেউ উমরার রুক্নসমূহের কোন এক রুক্ন ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উমরাহ হবে না, তাকে পুনরায় উমরাহ করতে হবে.

উমরার ওয়াজিবসমূহঃ

১. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা.
২. মাথা নেড়া করা অথবা খাট করা .

যদি কেউ উমরার ওয়াজিবসমূহের কোন কিছু ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে একটি ছাগল কিংবা দুম্বা জবাই করতে হবে যা হারাম শরীফের ফকির-মিসকিনদের মাঝে বন্টন হবে.

সূচীপত্র

৩	হজ্জের বিধান ও তার ফযীলত
৫	হজ্জের শর্তাবলী
৭	হজ্জের আদবসমূহ
৯	ইহরাম
১১	ইহরামের সুন্নাত
১২	হজ্জ তিন প্রকারের
১৫	নিয়তের পদ্ধতি
১৬	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধবস্তুসমূহ
২০	তাওয়াফ
২৫	তাওয়াফের পর
২৬	সাঈ
৩০	যুল হজ্জের আট তারীখ
৩১	৯তারীখ (আরাফার দিন)
৩৩	১০ তারীখ (ঈদের দিন)
৩৬	১১ ও ১২ তারীখ করণীয়
৪০	হজ্জের রুক্‌নসমূহ
৪২	মসজিদে নববীর যিয়ারত